

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে, নিজেকে আমি সব জানি (মিয়া মিটু) মনে করবে না, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে সবাই করবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ অবস্থা জমানোর জন্য অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হবে?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে নিজেকে স্ত্রী বা স্বামী ভাবা যেন সমাপ্ত হয়ে যায়, মন্মাতেও সংকল্প বিকল্প না চলে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হল ভাই-বোন, এই অবস্থা জমতে টাইম লাগে। একসাথে থাকলেও বিকারের আগুন যেন না লাগে। ফ্রিমিনাল অ্যাসল্ট মেন না হয়, এর অভ্যাস করতে হবে। মাতা-পিতা যিনি হলেন সর্ব সন্তানের স্যাকরীন, তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- বদলে যাক দুনিয়া, বদলাবে না আমরা...

ওম্ শান্তি । এ হল বাচ্চাদের গ্যারান্টি বা প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা মুখে বলা কথা নয় । যখন বাচ্চারা বাবাকে জেনে যায় তখন প্রতিজ্ঞা হয়েই যায়। প্রত্যেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট (প্রত্যেকে নিজের মতো, স্বতন্ত্র) পুরুষার্থ করে পদ প্রাপ্ত করার জন্য। স্কুলেও সকলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পুরুষার্থ করে যে আমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করবো। এখানে আত্মা পঠন-পাঠন করে আর পরমাত্মা পঠন-পাঠন করানোর জন্য জীবাত্মা হন। আর এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে (ব্রহ্মাকে) আর ব্রহ্মা মুখাবংশাবলীদেরকে পঠন-পাঠন করান। স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুখাবংশাবলী বলা যায় না। ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মা মুখাবংশাবলী। ব্রহ্মা শিবের মুখাবংশাবলী নন। শিববাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে নিজের বানান। ইনিও (ব্রহ্মা) হলেন তাঁর ফ্রিয়েশন। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেন, বিষ্ণুকে রচনা করেন না। গায়নও করা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শঙ্কর। বিষ্ণু, শঙ্কর আর ব্রহ্মা বলা হয় না। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করা হয়। ব্রহ্মার অ্যাকুপেশন হল আলাদা। এই প্রত্যেকটি কথাই হল বোঝার বিষয়। এনাকেই স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব.... বলা হয়। উনি হলেন নিরাকার তাই না। তো সাকারে মাতা-পিতার যখন প্রয়োজন তখন জিজ্ঞাসা করে - মাম্মার মা আছে? বলবে হ্যাঁ। ব্রহ্মা, হলেন মাম্মার মা। ব্রহ্মার কোনো মা নেই। এই মা(ব্রহ্মা) ফিমেল না হওয়ার কারণে সরস্বতীকে মাম্মা বলে। বাবা পঠন-পাঠন করান তাই ইনিও পঠন-পাঠন করেন। যে'রকম তোমরা হলে স্টুডেন্ট সেইরকম হলেন ইনিও। শিববাবা স্টুডেন্ট নন।

তোমরা বাচ্চারা ব্রহ্মার পদ মর্যাদাও দেখেছে যে ইনিই সবথেকে বেশি পঠন-পাঠন করেন। দেখা যে ইনি কত কাছাকাছি আছেন। প্রথমে কার কান শোনে? এই ব্রহ্মাই সবথেকে কাছাকাছি আছেন। তাহলে বলবে মাম্মা বাবা সবথেকে বেশি পঠন-পাঠন করেন, তারপর নম্বর ক্রমানুসারে সকল বাচ্চারা পড়ে । যদিও বাবা বলেন যে জগদীশ বাচ্চা মাম্মা বাবার থেকেও অনেক ভালোভাবে বোঝাতে পারে। বাবার মুরলী পড়ে, ধারণ করে তারপর গীতা ম্যাগাজিন ইত্যাদি বানায়, কারণ এনার শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া আছে। আর ইংরেজিতেও অনেক ভালো। একে বলা হয় রিগার্ড। স্টুডেন্টদের একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে। বাবাও রিগার্ড রাখেন তাই না। তাই ফাদারকে ফলো করা উচিত। যদিও এখনও শোলো কলা সম্পন্ন হয়নি। ক্রমিকানুসারে হয় তাই না। কোনো না কোনো ভুল তো সবারই হতে থাকে, সেইজন্য আমি সব জানি বলে নিজেকে মনে করবে না। যে'রকম কর্ম বাবা করেন অথবা আমি করবো, আমাকে দেখে সকলে করবে। তাই একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে। বাবাকেও রিগার্ড রাখতে হয়। লোকেরা বলে এখানে স্বামী স্ত্রীকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয় । তাই যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা হবে তারা দ্রুত বলবে যে পরমাত্মার বাচ্চারা তো সকলেই হল ভাই-বোন তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারাও হল ভাই বোন হল তাই না। ভাই বোন হওয়া হল ভালো তাই না। বাবার বাচ্চা হলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - শিববাবার থেকে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। তাই ব্রহ্মাকুমার কুমারী হতে হবে। তারপরে কখনোই বিকারে যেতে পারবে না। না হলে ফ্রিমিনাল অ্যাসল্ট হয়ে যাবে। বাবা কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। পবিত্র থাকার যুক্তিও বলে থাকেন। স্ত্রীও বলে বাবা, পুরুষও বলে বাবা। তাহলে স্ত্রী পুরুষের ভান সমাপ্ত হয়ে যাবে। এটাও বলে থাকে যে আদম আর বিবির দ্বারা সৃষ্টির স্থাপনা হয়েছে তাই সকলেই হল তাদের সন্তান। ভাই বোন হল তাই না। কুমার কুমারীদের জন্য এটা এত পরিশ্রমের বিষয় নয়। যারা সিঁড়িতে উঠে গেছে তাদের আবার নীচে নামতে হবে। তাই নীচে নামতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এ'রকম নয় উভয়কে আলাদা আলাদা থাকতে হবে। কেবল কম্প্যানিয়ন হয়ে থাকো। সত্যযুগে কোনো অপবিত্রতা থাকে না। আর ওখানে বাচ্চার জন্যও অপেক্ষা করে না। এখানে বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ওখানে সময় অনুসারে আপনা হতেই সাক্ষাৎকার হয়। মনুষ্য তো বলে এটা কিভাবে হতে পারে। কিভাবে এখানের

সম্পূর্ণ বিকারীরা বুঝবে যে ওখানে নির্বিকারীরা থাকে। ওখানে দেহ-অভিমান থাকে না। এখানে দেহ-অভিমান থাকে। শরীর ত্যাগের পরে লোকেরা কত কান্নাকাটি করতে থাকে। ওখানে কান্নাকাটি থাকে না। ওখানে সময়ানুসারে সাক্ষাৎকার হয় যে শরীর ত্যাগ করে গিয়ে প্রিন্স হতে হবে। এখানেও তোমরা সাক্ষাৎকার করো যে তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে মহারাজা মহারানী হবে। শ্রীকৃষ্ণের মতো বালক কোলে দেখতে পাও। সাক্ষাৎকারে এটা বোঝা যায় না যে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হবে অথবা চন্দ্র বংশী কারণ এটা হল একদমই নতুন কথা এইজন্য বলা হয় যে প্রথমে বাবাকে জানো, বাবা বলেন যে দেখো আমি হলাম কত লাভলী!

বাবা বলেন সকল সম্বন্ধের স্যাকারিন (মিষ্টতা) হলাম আমি, তাই আমি বলি যে আমাকে স্মরণ করো। বলা হয়ে থাকে - স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব... প্রত্যেকটি কথায় দুটো নিশ্চয় রাখতে হবে। কিন্তু কোনো না কোনো বিষয়ে সংশয় এসেই যায়। অতঃপর রাজ্যপদ পায় না, তাই বাবা বলেন মন্বনাভব। তুমি তো প্রেমী তাই তুমি বাবাকে স্মরণ করো। এ হলো আত্মিক প্রেমের পাত্র-পাত্রী। এই সম্বন্ধ পাকা করতে হবে যে আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার প্রেমী। শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রেমিক হতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই স্মরণ করেনও না। শুধু বাবাই বলেন মন্বনাভব। এখন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই নিজের ঘরের কথা অবশ্যই মনে পড়বে। প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা মুরলীতে পাওয়া যায়। বাচ্চারা মুরলীর পয়েন্ট লিখে রাখে না, তাই একই কথা আবার বাবাকেই জিজ্ঞাসা করে। সর্বপ্রথম কথাই হল প্রেমিক প্রেমিকার। সকল ভক্তই হলো প্রেমী, কারণ তারা সকলেই পরমাত্মাকে স্মরণ করে। তারা বলে আমার তো শুধুমাত্র এক তিনিই আছেন আর কেউ নেই। বাচ্চারা তোমরা এই সময় অনেক নতুন নতুন কথা শোনো। কিন্তু শুনতে শুনতে মায়া এসে এক খাপ্পড় কষিয়ে দেয়। রাবণ কারো থেকে কম যায় নাকি? বাবা সর্বশক্তিমান, তবে মায়াও সর্বশক্তিমান। অর্ধেক কল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন বাবা বলছেন যে, পাঁচ বিকারের দান করে দিলে তবেই এই গ্রহণ দশা কাটবে। তবুও সম্পূর্ণ দশা কিছুতেই কাটে না। অনেকে আবার দান করেও পুনরায় তা ফেরত নিয়ে নেয়। এখানে কোনো টাকা পয়সার কথা নয়, বরং বিকারের কথা হচ্ছে। সাধু সন্ন্যাসীগণ বলে - অর্থ দান করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নিতে নেই। তারা এমন বলে কারণ এর মাধ্যমেই তাদের রোজগার হয়। অনেকে আবার সন্ন্যাসীদের কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসীরা বলে তাদের আশীর্বাদের দ্বারা সেটাও সম্ভব হয়ে যাবে। যদি সন্তান প্রাপ্তি হয় তো তারা বলবে যে - আমরাই দিয়েছি। আর যদি সন্তানের মৃত্যু ঘটে তো, তারাই বলবে যে এ তো বিধির বিধান। যদি কোনো একজনের কিছু মাত্র কাজ সফল হয় তখন বহুজনের বিশ্বাস পাকা হয়ে যায়। এইভাবেই তাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। একদিকে নিজের মহিমা গান করে তো অন্যদিকে বিধির বিধান বলতে থাকে। এখন তোমরা হলে আননোন ওয়ারিয়র্স (গুপ্ত যোদ্ধা)। লৌকিকে যারা গুপ্ত যোদ্ধা হয় তাদের স্মরণিক বানানো হয় এবং বহু বিদ্বজনেরা সেখানে যায়। তারা বলে সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্পণ করো। আরে যাকে জানোই না তার স্মরণিক কিভাবে বানাতে? এখন তোমরা হলেআন-নোন (গুপ্ত, unknown) এরপর তোমরা ভেরি ওয়েলস নোন (অতি পরিচিত, very wellknown) হয়ে যাও। তোমাদের মন্দির বানানো হয় এখন তোমরা গুপ্ত থেকে রাম রাজ্য স্থাপন করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তো সেই হারানিধি বাচ্চা, তাই না! পাঁচ হাজার বছর পরে তোমাদেরকে পেয়েছি। কারোর হারিয়ে যাওয়া সন্তান পুনরায় ফিরে পেলে বাবা কতটা আনন্দিত হন, বাচ্চারাও বাবা বাবা বলতেই থাকে। এখন বিনাশ হলে তুমি পুনরায় গায়েব হয়ে যাবে অর্থাৎ বাবার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। পুনরায় এক কল্পের পর যখন আবার বাবাকে ফিরে পাবে তখন মাতা পিতা তোমাকে কত না ভালোবাসবে। অর্ধেক কল্প তুমি সুখ ভোগ করে থাকো, তারপর ধীরে ধীরে দুঃখী হয়ে যাও। সন্ন্যাসীরা বলেন - সুখ কাক বিষ্ঠা সমান। তাঁরাও বিকারের জন্যই এটা বলে থাকেন। গুরু নানকও বলেছেন - নোংরা কাপড় তিনি ধুয়ে দেন - তো কে ধুয়ে দেন! তিনি সেই এক পরমাত্মাই, যাকে বলা হয় যে - তিনি এক ওঙ্কার.... শিখরা এই গীত গেয়ে থাকে। বাচ্চারা, এই জ্ঞানের জন্য তোমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার, কারণ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফলে আত্মাও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী হয়ে ওঠে। মাতারা, কন্যারা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যায়। না হলে যদি মাতারা তাঁদের স্বামীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তো তাতে অত্যন্ত সাহস এবং নির্ভয়তার প্রয়োজন। বাদবাকি তো সকলেই নরকবাসী, তাদের দশা দুর্গতিপূর্ণ। ওরা তো ভক্তিতে তালি বাজিয়ে নৃত্য গীত ইত্যাদি করতে থাকে, তবুও তাদের সদগতি হয় না। বাচ্চারা তোমরা সঙ্গীতিতে যাওয়ার জন্য একদম চুপ করে থাকো। নারদ বলেছিল যে - আমি শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করবো। বাস্তবে লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। ভক্তরা তাঁকে বরণ করতে পারবে না। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তি কিভাবে হয়েছিল, কবে হয়েছিল আর এখন তারা কোথায় গেলেন - এই জ্ঞান শুধুমাত্র তুমিই জানো, সেই কারণে তোমরা মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করো না। তোমরা জানো যে আমরাই লক্ষ্মী নারায়ণ তৈরি হচ্ছি। তাই তোমাদের মাথা নত করে প্রণাম করা বন্ধ হয়ে

গেছে। ওরা বলে যে - এ তো নাস্তিক তাইতো মাথা নত করে না। বাস্তবে তুমিই তো আস্তিক - পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী। যারা পরমাত্মা কে জানে না, তারাই তো প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। এখন তোমরা ধনী হয়েছো, পুনরায় যদি মায়া খাপ্পড় বসিয়ে দেয় তো, তুমি আবার অনাথ ধনহীন হয়ে যাও। যদি বৃদ্ধ হয় তবুও মায়া তাকেও জোয়ান বানিয়ে দেয়। মায়ার তুফান তো আসতেই থাকে। তোমাদের একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে, বাবার শ্রীমতে নির্ভর করে, এই নতুন যাত্রায়, পথ চলতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ খেলাটাই বুদ্ধির যাত্রার ওপরে নির্ভর করছে। অঙ্গদ এর মতো অচল অটল হতে হবে। অস্তিম সময়ে সেই অবস্থা আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে বাবার শ্রীমতে চলতে থাকতে হবে। যে পিতা, আমাদের সকল সম্বন্ধের স্যাকারিন, তাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে।

২) যেমনভাবে বাবা তাঁর প্রতিটি বাচ্চাকে রিগার্ড (সম্মান) দেন, ঠিক সেই রকম তাঁকে ফলো করতে হবে। বড়দেরকে অবশ্যই রিগার্ড দিতে হবে।

বরদানঃ-

নাথিং নিউ এর পাঠ দ্বারা বিঘ্নকে খেলাচ্ছলে পার করে অনুভবের প্রতিমূর্তি হও
বিঘ্নকে দেখে ঘাবড়ে যেও না। মূর্তি তৈরি হচ্ছে, তো তার জন্য হ্যামার (হাতুড়ির ঘা) তো লাগবেই। হাতুড়ি দিয়েই তো ঠুকে ঠুকে ঠিক করা হয়। যে যত এগোতে থাকবে, তাকে ততই তীর গতির তুফানকে পেরোতে হবে। কিন্তু তোমাদি জন্য এই তুফান এক উপহারস্বরূপ - অনুভাবী হওয়ার জন্য। সেইজন্য কখনো এটা ভেবো না যে সকল বাধা-বিপত্তির অনুভব কি শুধু আমার কাছেই আসবে - না এইরকম ভেবো না। ওয়লকাম করো (স্বাগত জানাও) - এসো। নাথিং নিউ এর পাঠ পাক্সা থাকলে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন খেলার মতো অনুভব হবে।

স্নোগানঃ-

সত্যতার বিশেষত্ব থাকলে আত্মারূপী হীরের ঔজ্জ্বল্য চতুর্দিকে নিয়তই ছড়িয়ে পড়ে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য

যদি কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে - এই সঙ্গম যুগে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, তা কি আমরা পুনরায় সত্যযুগে পাবো? এ বিষয়ে বলা যেতে পারে যে সত্য যুগে আমরা স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ হয়েই থাকি। সেখানে সকলেই দেবত্ব পদ প্রাপ্তিতে সুখ লাভ করে থাকে, সেখানে জ্ঞানের লেনদেন হয় না, অজ্ঞানীদের কাছেই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ওখানে তো সকলেই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে থাকে, ওখানে কোনো অজ্ঞানী থাকেই না, যাদেরকে জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন এই সময় আমরা এই বিরাট ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানতে পারি। আদিতে আমি কে ছিলাম, কোথা থেকে এসেছিলাম আর মধ্যতে কর্মবন্ধনে ফঁসে গিয়ে কিভাবে পতিত হলাম, অস্তিম আমাকে কর্ম বন্ধন থেকে অতীত হয়ে কর্মাতীত দেবতা হতে হবে। যে পুরুষার্থ এখন চলছে তার দ্বারাই আমরা ভবিষ্যতে প্রালঙ্ক পাব সত্যযুগী দেবতার রূপে। ওখানে যদি আমরা এটা জেনে যাই যে আমরা দেবতার অধোগামী হয়ে যাব তো, সেই চিন্তা আমাদের সমস্ত আনন্দ গায়েব করে দেবে, তাই ওখানে অধোগামী হওয়ার এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে এর সম্বন্ধে কেউ জানে না। এখন আমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে আর সুখের জীবন তৈরি করতে হবে। পুনরায় অর্ধেক কল্প অতিবাহিত হওয়ার পরে নিজের প্রালঙ্ক ভোগ করার পর, পুনরায় নিজেই নিজেকে ভুলে গিয়ে মায়ার বশীভূত হয়ে অধোগামী হয়ে যাবো। এ হল উর্ধ্বগামী এবং অধোগামী হওয়ার পূর্ব রচিত এক অনাদি খেলা। এ সমস্ত জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে রয়েছে, এই জ্ঞান সত্য যুগে থাকে না।

২ - অনেকে এমন মনে করে যে, আমরা যে কোনো কর্মই করি না কেন, তা ভালো হোক কি মন্দ, তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ দান-ধ্যান করে, যজ্ঞ জপ তপ করে, পূজার্চনা করে তো মনে করে যে আমরা ঈশ্বরের জন্য যা কিছু দান করছি, তা পরমাত্মার দরবারে জমা হয়ে যায়। আমাদের মৃত্যুর পর সেই ফল অবশ্য প্রাপ্ত হবে আর আমাদের মুক্তি হয়ে

যাবে। কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি যে এর মাধ্যমে কোনো সদাকালের জন্য লাভ হয় না। এ তো শুধুমাত্র যেমন যেমন কর্ম করবে, তার দ্বারা স্বল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি অবশ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাস্তবিক জীবন সর্বদা সুখী না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার রিটার্ন পাওয়া যাবে না। যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে তুমি যা কিছু এতদিন ধরে করেছো, এর মাধ্যমে তুমি সম্পূর্ণ লাভ পেয়েছো কি? এই প্রশ্ন শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। এখন পরমাত্মার কাছে সেই পুণ্য জমা হলো কি, হলো না তা আমি কি করে জানবো? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের বাস্তবিক জীবনের প্রতিটি কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম না হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যত চেষ্টাই করো না কেন মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে না। আচ্ছা যদি দান-ধ্যান করলে বুব্বলাম, কিন্তু তা করার ফলে তোমার কোনো বিকর্ম তো ভুল হলো না, তাহলে মুক্তি-জীবনমুক্তি কিভাবে পেতে পারো! এত যে সাধু মহাত্মারা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কর্মের জ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্ম অকর্ম হতে পারে না, ফলে তারা মুক্তি জীবনমুক্তিকেও প্রাপ্ত করতে পারবেন না। তারাও এটা জানেন না যে সত্যধর্ম কি আর সত্যকর্মই বা কি, শুধুমাত্র মুখে রাম রাম বললে, তার মাধ্যমে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। আর যারা এটা মনে করে যে মৃত্যুর পর আমরা মুক্তি পাব - তাকেও অজ্ঞানতা বলা হয়। তারা এটা জানেনই না যে মৃত্যুর পর কোন লাভ প্রাপ্ত হবে? কিছুই নয়। বাদবাকি মানুষ নিজের জীবনে ভালো কাজ করুক অথবা খারাপ - তার ফল এই জীবনেই ভোগ করতে হবে। এখন এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা পরমাত্মা টিচারের মাধ্যমে পাচ্ছি যে - কিভাবে শুদ্ধ-কর্ম করে নিজের প্র্যাকটিক্যাল (বাস্তবিক) জীবনকে গঠন করতে হবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;